কালের কণ্ঠ

তারিখ 07 APR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

ছাত্র আন্দোলনে নেই ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল

রফিকুল ইসলাম

দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবির পক্ষে অবস্থান নেই বড় দুই ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের। মুখে ছাত্রদের দাবি আদায়ের কথা বললেও বাস্তবে ছাত্রদের অধিকার বা দাবি আদায়ের আন্দোলনের ধারে-কাছেও নেই সংগঠন দুটি। বরং যখন তাদের নিয়ন্ত্রক রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে তখন সেই দলের পক্ষ নিয়ে ছাত্র আন্দোলন দমাতে কাজ করে তারা।

বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সহযোগী ছাত্রসংগঠন হলো বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। গত সাত বছরে সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে কোনো আন্দোলনে ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

ছাত্র আন্দোলনে নেই ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ভূমিকা রাখার নজির নেই এ সংগঠনের। বরং টেন্ডারবাজি, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিভিন্ন সময় নিজেরাই মারামারিসহ নানা অঘটন ঘটিয়েছে।

অন্যদিকে বিএনপির সহযোগী ছাত্রসংগঠন হলো জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সব উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস থেকে অনেকটাই বিতাড়িত সংগঠনটির নেতারা। তবে এ সময় বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে ছোট অনেক সংগঠন আন্দোলন-সংগ্রাম করলেও এসবের সঙ্গে ছাত্রদলকে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়নি। আর বিএনপি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় উল্টো ছাত্রদের বিভিন্ন আন্দোলন দমাতে কাজ করেছে সংগঠনটি।

২০১২ সালের ২৮ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র তৌহিদুজ্জামান শাহবাগে বাসচাপায় প্রাণ হারান। ওই দুর্ঘটনার প্রতিবাদে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার দাবিতে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় আন্দোলন শুরু করে। রাস্তা অবরোধ করে শাহবাগ মোড়ে আন্ডারপাস নির্মাণের দাবি জানায় তারা। পরে আন্ডারপাস নির্মাণের আশ্বাস পেয়ে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন থেকে সরে আসে। ওই আন্দোলনে বাম ছাত্রসংগঠনগুলো সামনের সারিতে থাকলেও ছাত্রদলকে দেখা যায়নি। আর ছাত্রলীগ আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করেছে বলে অভিযোগ আছে।

ওই আন্দোলনের একজন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রাশেদ শাহরিয়ার। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গণতান্ত্রিক কোনো আন্দোলনেই ছাত্রলীগ-ছাত্রদলকে পাওয়া যায়নি। বরং কোনো আন্দোলন গড়ে উঠলেই দমনে কাজ করে তারা। তৌহিদুজ্জামান মারা যাওয়ার পর নিরাপত্তার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করলে ছাত্রলীগ তাতে বাধা দেয়।'

ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ অবশ্য বলেন, 'তৌহিদুজ্জামান মারা যাওয়ার পর আন্দোলনে ছিলাম। তবে আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পক্ষে ছিলাম কিন্তু অন্য কিছু নেতা-কর্মী রাস্তা অবরোধ ও বাস ভাঙচুর করে আন্দোলন করেছে।'

২০০৫ সালের ২৯ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী শাম্মী আক্তার হ্যাপী বাসচাপায় মারা যান। ওই ঘটনার প্রতিবাদে এবং শাহবাগ মোড়ে আন্ডারপাস নির্মাণের দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে চারুকলা অনুষদে উপাচার্যকে অবরুদ্ধ করে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করলে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা আন্দোলনকারীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে উপাচার্যকে বের করে নেয়।

ওই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্নেহাশী চক্রবর্তী রিন্টু বলেন, 'হ্যাপী মারা যাওয়ার পর ঘটনার বিচার দাবিতে হাজারখানেক শিক্ষার্থী আন্দোলন করলেও ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ ছিল না। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী সংগঠন হিসেবে ছাত্রদল আন্দোলনে বাধা দিয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী ছাত্রসংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগ কোনো অবস্থান নিতে পারেনি।'

২০০২ সালে রাতের আঁধারে শামসুন নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর নির্মম হামলা চালিয়েছিল ছাত্রদলের বহিরাগত সন্ত্রাসী ও পুলিশ। এর প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ওই ঘটনায় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবিতে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

শামসুন নাহার হল ট্র্যাজেডি ও হ্যাপীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলনের অন্যতম নেতা খান আসাদুজ্জামান মাসুম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নব্বই-পরবর্তী ছাত্রদের কোনো আন্দোলনেই দুই বৃহৎ ছাত্রসংগঠনের ভূমিকা নেই। বরং যখন যে দল ক্ষমতায় ছিল তখন তাদের ছাত্রসংগঠন আন্দোলন দমাতে কাজ করেছে। শামসুন নাহার হল ট্র্যাজেডি ও হ্যাপীর মৃত্যুকেন্দ্রিক আন্দোলনে ছাত্রদল বিরোধিতা করেছে। ছাত্রলীগও ছাত্রদের অধিকার আদায়ে কোনো ভূমিকা পালন করেনি।'

আন্দোলনকারী রফিকুল ইসলাম সুজন বলেন, 'দেশের দুই বৃহৎ ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ-ছাত্রদল দলীয় লেজুড়বৃত্তির কারণে ছাত্রদের অধিকার আদায়ের পক্ষ নিতে সক্ষম হচ্ছে না। দুটি ছাত্রসংগঠনই ক্ষমতাসীন সরকারের সময় আন্দোলন দমাতে কাজ করে।'

ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বজলুল করিম চৌধুরী আবেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ছাত্রদের অধিকার আদায়ে কাজ করতে বর্তমান সরকার সুযোগ দেয়নি। দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে করে ছাত্রদের অধিকার আদায়ে কাজ করতে সুযোগ পাইনি।' শামসুন নাহার হল ট্র্যাজেডি ও হ্যাপীর মৃত্যুকেন্দ্রিক আন্দোলনে ছাত্রদলের বিরোধিতার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ছাত্রদল সে সময় উপাচার্যকে সহায়তা করতে কাজ করেছিল।'

শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনে না থাকার অভিযোগ প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিভিন্ন সময় ছাত্রদের দাবি নিয়ে ছাত্রলীগ আন্দোলন করেছে। নতুন হল নির্মাণ, পরিবহন ব্যবস্থা ও হলের খাবারের মান নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি। সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে, ছাত্রলীগের আন্দোলনের ফলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট দূর হয়েছে।'

২০১৩ সালের ৫ জুলাই সংগীত বিভাগে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু করার প্রতিবাদে প্রগতিশীল ছাত্র জোট ওই বিভাগ অবরুদ্ধ করে আন্দোলন শুরু করে। অবরোধ শেষে আন্দোলনকারীরা মধুর ক্যান্টিনের দিকে যাওয়ার সময় ছাত্রলীগের কর্মীরা হামলা করে বলে অভিযোগ আছে। তবে ছাত্রলীগ দাবি করে, ওই হামলাকারীরা ছাত্রলীগের কেউ নয়।

কিছুদিন আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ধিত বেতন-ফি প্রত্যাহার ও সান্ধ্যকালীন কোর্স বাতিলের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে সাধারণ শিক্ষার্থীসহ বাম ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরা। ওই আন্দোলন দমাতে শিক্ষার্থীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে ছাত্রলীগ। এতে আহত হয় শতাধিক শিক্ষার্থী।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও আবাসন ফি বাড়ানোর প্রতিবাদে ২০১২ সালের ৯ অক্টোবর প্রগতিশীল ছাত্রজোটের আন্দোলনে হামলা চালায় ছাত্রলীগ। ওই হামলায় প্রগতিশীল ছাত্রজোটের কমপক্ষে ৫০ নেতা-কর্মী আহত হয়।

২০১২ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের ছাত্র জুবায়ের আহমেদকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ওই হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে মাসব্যাপী আন্দোলন করে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। একপর্যায়ে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলন শুরু করে শিক্ষার্থীরা। ওই আন্দোলন দমাতে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা করে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ছাত্র ইউনিয়ন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সহসভাপতি তপ্তময় ধর বলেন, 'আন্দোলন দমাতে ছাত্রলীগ প্রগতিশীল ছাত্রজোটের ওপর হামলা করেছিল।'

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের প্রতিবাদে এবং ২৭/৪ ধারা বাতিলের দাবিতে ২০১১ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর আন্দোলন করে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। শিক্ষার্থীরা ধর্মঘটেরও ডাক দেয়। ওই ধর্মঘট পালনকালে ছাত্রলীগের নেতারা হামলা করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়ন ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ২০১২ সালের ২ জানুয়ারি বাম ছাত্রসংগঠনগুলো আন্দোলন শুরু করে। ওই আন্দোলন দমাতেও ছাত্রলীগ হামলা চালায়।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মাসুদ রানা বলেন, ২৭/৪ ধারা বাতিলের দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলন করলে ছাত্রলীগ হামলা করে।

গত বছরের ৫ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার মার্কেট দখলকে কেন্দ্র করে প্রক্টরিকলীণ-পুলিশ সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ওই সময় গুলিবিদ্ধ এক শিক্ষার্থী বলেন, 'পুলিশ আমাদের ওপর গুলি করলেও ছাত্রলীগ কোনো কথা বলেনি। আহত শিক্ষার্থীদের খোঁজখবরও নেয়নি। শিক্ষার্থীদের পক্ষে কাজ না করে ক্ষমতাসীন দলের হয়ে কাজ করছে তারা।'